উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী আপীল নং-৮০৭/১৯৯১

স্বপন বাগচী

----দন্ডিত -আপীলকারী।

বনাম

রাষ্ট্র

---- প্রতিবাদী।

কেহ উপস্থিত নাই

---আপীলকারী পক্ষে।

জনাব গাজী মোঃ মামুনুর রশিদ, এ,এ,জি

----- প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানীঃ ২৬ অক্টোবর, ২০১১ ইং।

রায় প্রদানঃ ২৭ অক্টোবর, ২০১১ ইং।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩০ ধারার বিধান মতে দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে একটি আপীল।

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-৩, যাহা অতিরিক্ত দায়রা জজ ২য় আদালত খুলনা দ্বারা গঠিত (পরবর্তীতে শুধু ট্রাইব্যুনাল হিসাবে অভিহিত হইবে), কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ১১৫/১৯৯০, যাহার জি,আর, নং-২৭/৮৯, তেরখাদা থানার মামলা নং-০১ তারিখ ০২/০৫/১৯৮৯, তাহাতে দন্ডিত-আপীলকারীকে ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইন ১৯(এ)ও ১৯(এফ) এবং সঙ্গে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৯৭৪ সালের ২৬ ধারা দোষী সাব্যস্তক্রমে ১৪/০৫/১৯৯১ইং তারিখে ১০ বৎসর সশ্রম

কারাদন্ড প্রদান করিলে উক্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দন্ডিত- আপীলকারী অত্র আপীল দায়ের করেন। যাহা ১১/০৭/১৯৯১ শুনানীর জন্য গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে ০৯/১২/১৯৯২ইং তারিখে আপীলকারী জামিনে মুক্ত হইয়া বর্তমানে জামিনে মুক্ত আছেন।

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, তেরখাদা থানার এস,আই, জনাব আঃ আবু সাইদ এই মর্মে এজাহার করেন যে, গত ২৬/০৪/১৯৮৯ ইং তারিখ অত্র থানার মামলা নং-৭ তারিখ ২৬/০৪/১৯৮৯,ধারা, ৩২৬/৩০৭/৩৪ দন্ডবিধি, তদন্তকালীন আসামী স্বপন কুমার বাগচী পিতা-নরোত্তম বাগচী অত্র মামলায় জড়িত আছে সন্দেহে তাহাকে ধৃত করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন যে, তাহার কাছে একটা পাইপগান আছে। উক্ত পাইপগান গোবিন্দ বিশ্বাস, নির্মল বিশ্বাস, খোকন রায় তাহার কাছে রাখিয়াছে এবং উক্ত পাইপ গানটি অর্জূনা বলর্ধনা গ্রামের পূজা মন্ডলের মধ্যে আছে, যাহা দিয়া বন্দুকের গুলি ফায়ার করা যায়। উক্ত পাইপগানটি তাহারা সকলেই যৌথভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সংবাদে তিনি সঙ্গীয় কং-৬১৮ মোজাম্মেল হোসেন, কং- ৮৯৪ নুরুল ইসলাম, কং-৪০৫ কবির আহম্মদ সহ অর্জূনা বলর্ধনা গ্রামে পৌঁছাইয়া সাক্ষী ১। সুনিল চন্দ্র ঠিকাদার ২। সত্যরঞ্জন ঠিকাদার ৩। কৃপাসিন্দু ঠিকাদার ৪। মোঃ আবুবকর শেখ ৫। মনি মোহন বাগচীদের মোকাবেলায় পূজা মন্ডলের মধ্যে তল্লাশী চালাইয়া মুর্তি রাখার চালির নীচে বাজার করার পলিথিনের ব্যাগের দ্বারা মোড়ানো অবস্থায় ১টি পাইপগান উদ্ধার করিয়া উপরোক্ত সাক্ষীদের উপস্থিততে পাইপগানটি জব্দ করিয়া

জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের সহি নিয়া উদ্ধারকৃত পাইপ গানটি নিজ হেফাজতে নেন। উক্ত পাইপগানটি যাহা দুই ভাগে ভাগ করা যায় এবং পাইপ গানটি ১৩" ইঞ্চি লম্বা। আসামী স্বপন বাগচীসহ অপর তিনজন বিনা লাইসেন্সে অবৈধ অস্ত্র রাখায় তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯(এ) এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, ২৬ ধারায় অপরাধী বিধায় তাহাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজুর প্রার্থনা করেন।

অতঃপর উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে তেরখাদা থানার মামলা নং ০১ তারিখ ০২/০৫/১৯৮৯, অস্এ আইনের ১৯ (এ) এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৬ ধারার বিধান অনুযায়ী মামলা উদ্ভব হয়, যাহার জি,আর, নং ২৭/১৯৮৯।

তৎপর, তেরখাদা থানার পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষে আপীলকারীসহ আরো ৩ জনের বিরুদ্ধে অস্এ আইনের ১৯(এ) ধারাসহ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ২৬ ধারায় অভিযোগের সত্যতা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন, যাহার অভিযোগ পত্র নং ৩০ তারিখ ৩০/০৭/১৯৮৯।

অতঃপর মামলাটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার নিস্পত্তির জন্য আসিলে মামলাটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ১১৫/৯০ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। অতঃপর ট্রাইব্যুনাল মামলাটি আমলে নিয়া অস্এ আইনের ১৯(এ) ও ১৯(এফ) এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৬ ধারার অভিযোগ গঠন করিয়া আসামীকে পাঠ করিয়া শুনানোর পরে আসামীগন নিজেদের নির্দোষ দাবী করিয়া বিচারের প্রার্থনা করেন।

রাস্ট্রপক্ষ মামলাটি প্রমানের জন্য ৫জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করেন। অন্য দিকে আসমীপক্ষে কোন সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই।

সাক্ষ্যাদি শেষে উপস্থিত আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মর্মার্থ যথার্থভাবে উপস্থাপনসহ তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা সহ ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে নিজেদের নির্দোষ দাবী করেন এবং বিচারের প্রার্থনা করেন। অতঃপর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, সাক্ষীদের সাক্ষাদি,অভিযোগপত্র, প্রদর্শনীসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া আপীলকারীকে ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(এফ) ও ১৯(এ) ধারাসহ ১৯৭৪ সালের বিশেষক্ষমতা আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক দোষী সাব্যস্তক্রমে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন এবং অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস দেন। যাহার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত আপীলকারী সংক্ষুদ্ধ হইয়া অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন।

আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারীর পক্ষে কোন বিজ্ঞ আইনজীবী আপীলের আবেদনপত্র উপস্থাপনের জন্য মাননীয় আাদালতে হাজির নাই। অন্যদিকে প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন সরদার সঙ্গে বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব গাজী মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ আপীলের দরখাস্তসহ মামলার অন্যান্য তথ্যাদি উপস্থাপনসহ নিবেদন করেন যে, ট্রাইব্যুনাল যথার্থই বিবেচনা সাপেক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়া আপীলকারীকে সাজা প্রদান করিয়াছেন। আপীলকারীর বর্ণনা মতেই কথিত অস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে সেহেতু কথিত অস্ত্র আপীলকারীর দখল হইতে উদ্ধার হইয়াছে

বলিয়া পরিগণিত। রাস্ট্রপক্ষ আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহতীত ভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছে তাই ট্রাইব্যুনাল যথার্থই আপীলকারীকে দন্ড প্রদান করিয়াছেন যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে বহাল থাকার নিবেদন করেন।

আমরা এখন দেখিব ট্রাইব্যুনাল মামলার নথি পত্র ও বর্ণিত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনাও বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দন্ডিত-আপীলকারীকে যে সাজা প্রদান করিয়াছেন তাহা আইনানুগ কিনা? এবং দন্ডিত আপীলকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?

সর্বপ্রথমে আমরা সাক্ষীদের সাক্ষাদি পর্যালোচনা করিব;

রাস্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী সুনিল চন্দ্র ঠিকাদার, তিনি তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি গত ৩০-৪-৮৯ ইং তারিখে সকাল ৭-৩০ ঘটিকার সময় অর্জূনা বলর্ধনা গ্রামে পূজামন্ডপের নিকটে একটা মুদি দোকানে গিয়াছিলেন। ঐ সময় দারোগা সাহেব তাহার সম্মুখেই উক্ত মন্ডপের দূর্গার প্রতিমার কাঠামোর নিচে থেকে একটা পাইপগান উদ্ধার করেন, সেখানেই সিজার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সিজার তালিকা এবং তাহার দস্তখত যাহা প্রদশর্নী নং-১ এবং ১/১ হিসাবে সনাক্ত করেন।পাইপ গানটি বস্তু প্রদশর্নী নং-১ হিসাবে সনাক্ত মূলে চিহ্নিত হয়।

জেরাকালে তিনি বলেন যে, পূজামন্ডপ অনুমান ৪(চার) রশি দূরে দক্ষিণ দিকে তাহার বাড়ী। তাহার বাড়ী থেকে পূজা মন্ডপে আসিতে আরো বাড়ী আছে। উক্ত মন্দিরের সঙ্গে লাগ উত্তর দিকে আগ্রাসন, নগেন্দ্র, রনজিত, শরৎচন্দ্রদের বাড়ী। মন্দিরের লাগা পশ্চিম দিকে কালি কুমার জ্যোতিদের বাড়ী। ঐ সমস্ত লোকদের

কেউই এই মামলার সাক্ষী নেই। বর্তমান আসামীদের বাড়ী পূজামন্ডপ হইতে অনেক দুরে। উদ্ধারের সময় বর্তমান আসামীদের কেউই সেখানে ছিলনা। পুলিশ আসার পরে ঘটনাস্থলে স্থানীয় প্রায় ৫০/৬০ জন লোক সেখানে এসেছিল। আসামী স্বপন একজন গ্রাম্য ডাক্তার। সে বি,এস,সি পর্যন্ত লেখাপড়া করে। ডাক্তার হিসাবে তার সুনাম আছে। জমিজমা নিয়ে আসামী স্বপনের সঙ্গে স্থানীয় কোন গোলমাল আছে কিনা তাহার জানা নেই। স্থানীয় মল্লিক পরিবারের সঙ্গে আসামী স্বপনের জমি নিয়ে গোলমাল আছে। মল্লিক পরিবার স্থানীয় এলাকায় খুব প্রভাবশালী। সত্য নহে যে শত্রু পক্ষের কথায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্র পক্ষের ২নং সাক্ষী কৃপা সিন্দু ঠিকাদার, তাহার জাবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি স্থানীয় পূজা মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে মুদি দোকানদারী করেন। গত ৩০-৪-৮৯ ইং তারিখে সকাল অনুমান ৭-৩০ ঘটিকার সময় তিনি তাহার দোকানে ব্যস্ত ছিলেন। ঐ সময় দারোগা সাহেব পুজা মন্ডপের ভিতরে তল্লাশী করে একটা পাইপগান উদ্ধার করেন। পরে সিজার তালিকা তৈরী হলে সাক্ষী হিসাবে তিনি সেখানে দস্তখত করেন। সিজার তালিকা প্রদর্শনী নং ১ এবং তাহার দস্তখত প্রদর্শনী নং ১/২ হিসাবে সনাক্ত মূলে চিহ্নিত হয়। উদ্ধারকৃত পাইপগান আদালতে সনাক্ত করেন। তাহার দোকানদারী লাইসেন্স আছে। সেনেটারী অফিসার তাহার লাইসেন্স দেন। বস্তু প্রদর্শনী পাইপগান কিনা সেটা তিনি বুঝেন না। তবে সকলেই বলে ওটা একটা পাইপগান। ঘটনাস্থল থেকে পশ্চিম দিকে বেশ দুরে তার বাড়ী। ঘটনাস্থলের আশেপাশে লাগা অনেকের বাড়ী আছে। তাদের অনেকেই ঘটনার সময় সেখানে

এসেছিল। সিজকৃত পাইপগান উদ্ধারের সময় বর্তমান আসামীদের কেউই সেখানে ছিলনা। উক্ত উদ্ধারের সময় তিনি নিজেও সেখানে ছিল না। ঘটনাস্থল পুজামন্ডপ কারো ব্যক্তিগত নহে। উহা সকলের। সত্য নহে যে পূজামন্ডপের পাশে তার দোকান নেই। সত্য নহে যে কোন অস্ত্র উদ্ধার হয় নি।

রাষ্ট্র পক্ষের ৩নং সাক্ষী মনি মোহন বাগচি, তার জবানবন্দীতে বলেন যে,তিনি নিউ মডেল একাডেমী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ৩০/০৫/১৯৮৯ সকাল অনুমান ৭.৩০ ঘটিকার সময় তিনি তার বাড়ী থেকে বের হয়ে শুনেন যে পূজামন্ডপ থেকে পাইপগান উদ্ধার হয়েছে। তখন পূজামন্ডপে গিয়া পুলিশসহ অনেক লোকজন এবং পাইপগান দেখেন। লোকজন বলে যে, মূর্তির কাঠামোর নিচ থেকে উক্ত পাইপগান উদ্ধার হয়েছে। সেখানে সুনিল,আবুবকর, কৃপাসিন্দু, সত্য বাবুসহ অনেক লোক ছিল। দারোগা সাহেব তাহাকে একটা কাগজে দস্তখত করতে বললে তিনি উক্ত পাইপগান উদ্ধারের সাক্ষী হিসাবে দস্তখত করেন। তাহার দস্তখত প্রদশর্নী নং ১/৩ হিসাবে সনাক্ত মূলে চিহ্নিত হয়।

জেরাকালে তিনি বলেন, তার বাড়ী পুজামন্ডপ থেকে পূর্ব দিকে ২/৩ রশি দূরে। পূজামন্ডপের চারিদিকে অনেক লোকজনের বাড়ী আছে। আসামী স্বপন এবং খোকন রায়ের বাড়ী পুজামন্ডপ থেকে বেশ দুরে। পাইপগান উদ্ধারের সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। উক্ত পাইপ গান কিভাবে উদ্ধার হয় পুলিশ বা উপস্থিত লোকজন তাকে বলেনি। আসামী স্বপন তাদের স্থানীয় ডাক্তার এবং তার সুনাম আছে। সত্য নহে যে, গ্রামের মল্লিকদের সঙ্গে আসামী স্বপনের গোলমাল আছে। সত্য

নহে যে, ঘটনার সময়ে তিনি পূজামন্ডপে যাননি, তিনি পূজামন্ডপে পাইপগান দেখেন নাই।

৪নং সাক্ষী মোঃ আবুসাইদ এজাহারকারী তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, বর্তমানে যশোর জেলার চৌগাছা থানায় দারোগা হিসাবে কর্মরত আছেন। গত ৩০/০৪/১৯৮৯ তারিখে তেরখাদা থানায় দারোগা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত ৩০/০৪/১৯৮৯ তারিখ সকাল অনুমান ৭-৩০ ঘটিকার সময় তিন জন কনষ্টবল সহ তিনি অর্জুনা বলর্ধনা গ্রামে তেরখাদা থানার মামলা নং-৭ তারিখ ২৬/০৪/১৯৮৯ এর তদন্তের জন্য যান এবং গোপন সংবাদে জানতে পারেন যে আসামী স্বপন কুমার বাগচীর নিকটে একটা বে-আইনী পাইপগান আছে। তখন তিনি আসামী স্বপন কুমারকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন এবং কোর্টে চালান দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে ২/৩ দিনের জন্য থানায় আনেন। তখন জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত আসামী স্বপন কুমার স্বীকার করে যে বর্লধনা গ্রামে পূজা মূর্তির চালির নিচে আছে। সে আরো স্বীকার করে যে, আসামী গোবিন্দ,আসামী স্বপন, নির্মল ও খোকনের নিকটে উক্ত পাইপ গান রেখে যায়। তখন ৩০/০৪/১৯৮৯ তারিখে সকাল অনুমান ৭-৩০ ঘটিকার সময় তিনি উক্ত পূজা মন্ডপে যান এবং সাক্ষীগনের উপস্থিতিতে পূজা প্রতিমার চালির নিচে থেকে একটা পলিথিনের ব্যাগে জড়ানো অবস্থায় একটা পাইপগান উদ্ধার করেন। উহা সিজ করেন সেখানেই সিজার তালিকা তৈরি করেন এবং সাক্ষীদের দস্তখত নেন। পরে উক্ত পাইপগানসহ থানায় লিখিত এজাহার করেন।

এজাহার এবং তাহার দস্তখত প্রদর্শনী ২ এবং ২/১ হিসাবে সনাক্ত মূলে চিহ্নিত হয়।

জেরাকালে তিনি বলেন, ৩০/০৪/১৯৮৯ তারিখে তিনি তদন্ত কার্য্য যখন থানা থেকে বের হন, তখন থানায় জি,ডি,ই, করে গিয়েছিলেন। এজাহারে উক্ত জি,ডি,ই এর উল্লেখ নেই। তিনি ৩০/০৪/১৯৮৯ তারিখ ভোর বেলা সাইকেলে রওয়ানা হন। সঙ্গে তিন জন সিপাই ছিল নাম মনে নাই।যে কেসের তদন্তে গিয়ে ছিলেন সেই কেসে স্বপন নামে কোন আসামী ছিল কিনা খেয়াল নেই। পূজা মন্ডপের সম্মুখে একটা দোকান এবং উক্ত দোকানের সম্মুখে ৪/৫ জন লোক দাঁড়ানো ছিল। তাদের নাম জানেন না। তিনি এই মামলার ঘটনাস্থলে অনুমান এক ঘন্টা ছিলেন। পূজা মন্ডপ কারো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল না। আসামী স্বপনকে তার বাড়ী থেকে অনুমান ভোর রাত্রের দিকে আটক করেন। থানা থেকে ঘটনাস্থল অনুমান সাড়ে তিন মাইল দূরে। আসামী স্বপনের চালানের Forwarding কে লিখেছিল মনে নাই। ও,সি, সাহেব দিয়েছিলেন। সেখানে আসামী স্বপনের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার কোন প্রার্থনা ছিল না। ২৬/০৪/১৯৮৯ তারিখে স্বপনকে আটক করেন এবং ৩/০৫/১৯৮৯ ইং তারিখে চালান দেন। সত্য নহে যে তিনি কোন মামলার তদন্তে যান নি। সত্য নহে যে পাইপগান থাকা সন্দেহে স্বপনকে আটক করা হয়নি। সত্য নহে যে জিজ্ঞাসাবাদে আসামী স্বপন কোন আসামীর নাম বলেনি। সত্য নহে যে পূজা মন্ডপ থেকে কোন অস্ত্র উদ্ধার হয়নি। সিজার তালিকা একটা কার্বন কপি। সিজার তালিকায় লেখা আছে যে, "সূত্রঃ- তেরখাদা থানার মামলা নং ৭

তারিখ ২৬/০৪/৮৯ ধারা ৩২৬/৩০৭/৩৪ দঃ বিঃ"। সত্য নহে যে ঘটনাস্থলে কোন সিজার তালিকা তৈরি করা হয়নি। সত্য নহে যে পূজার ডিউটি করতে গিয়ে পূজা কমিটির লোক হিসাবে আসামী স্বপন, নির্মল, খোকন এবং গোবিন্দ এর সঙ্গে তাহার গোলমাল হয় এবং শত্রুতামুলক ভাবে এই মামলা তৈরী করেন। সত্য নহে যে পূজামন্ডপ থেকে কোন পাইপগান উদ্ধার হয়নি। থানা থেকে ঘটনাস্থলে সাইকেলে যেতে অনুমান এক ঘন্টা সময় লাগে।

৫নং সাক্ষী মোঃ আব্দুর রশিদ, তিনি তদন্ত কর্মকর্তা, জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বর্তমানে ও,সি, হিসাবে পাইকগাছা থানায় কর্মরত আছেন। গত ০২/০৫/৮৯ তারিখে তিনি তেরখাদা থানায় ও,সি, হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ঐদিন দারোগা আবু সাইদের লিখিত এজাহার মোতাবেক তিনি এই মামলা রুজু করেন এবং নিজেই তদন্তভার গ্রহন করেন। তদন্তকালে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র সূচীপত্র তৈরী করেন। সাক্ষীদের পরীক্ষা করেন। আসামীদের কোর্টে চালান দেন। বাদীকে জিজ্ঞসাবাদ করেন এবং তদন্তে প্রাথমিকভাবে ঘটনা প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। অভিযোগ পত্রে,এজাহারে তার দস্তখত প্রদশর্নী ২/২ হিসাবে সনাক্ত মূলে চিহ্নিত হয়। খসড়া মানচিত্র এবং তার দস্তখত প্রদর্শনী ৩ এবং ৩/১ হিসাবে সনাক্তমূলে চিহ্নিত হয়।

জেরাকালে তিনি বলেন, উদ্ধারকৃত অস্ত্রের কোন রেফারেন্স এজাহারে বা (এফ,আই,আর ফরম) এ উল্লেখ নেই। এজাহারের সঙ্গেই সিজার তালিকা পেয়েছিলেন। কিন্তু এজাহারে উক্ত মর্মে কোন কিছু লেখা নেই। ০২/০৫/১৯৮৯

তারিখে তদন্তের জন্য তিনি সিজার তালিকা গ্রহন করেন। কিন্তু সি,ডি, তে উক্ত মর্মে কোন কিছু লেখা নেই। সিজার তালিকা কোন তারিখে কোর্টে পাঠানো হয় উক্ত মর্মেও সি,ডি,তে কোন কিছু লেখা নেই। সিজার তালিকার মধ্যে এই আদালতের সিল ছাড়া অন্য কোন আদালতের সিল বা কোন স্বাক্ষর নেই। তদন্তের সময় তিনি ভাল ভাবেই সিজার তালিকা দেখেছিলেন। ০২/০৫/৮৯ ইং তারিখেই ১৫-০০ ঘটিকার সময় তিনি ঘটনাস্হল পরিদর্শন করেন, এর পরে ও ৫/৬ বার ঘটনাস্হলে যান। ০২/০৫/৮৯ তারিখে ১৩-০০ ঘটিকার সময় তিনি থানা থেকে রওয়ানা দিয়েছিলেন। থানা থেকে পায়ে হেটে ঘটনাস্হলে অনুমান দুই ঘন্টা সময় লাগে। পূজামন্ডপের সঙ্গে লাগা কোন বসত ঘর নেই। পূজামন্ডপের আশে পাশে ঘর বাড়ী আছে। খসড়া মানচিত্রের ' খ' একটা পোষ্ট অফিস,'গ'শরৎচন্দ্রের বাড়ী,'ঘ' নরেন্দ্র নাথ রায়ের বাড়ী,(ঙ) কৃপাসিন্দুর দোকান, 'চ' আসামী স্বপন বাগচীর মিল ঘর (রাইচ মিল), 'জ' মতি লালের বসত বাড়ী। পূজামন্ডপ থেকে পোস্ট অফিস অনুমান ১০ হাত দুরে। সত্য নহে যে,তিনি ঘটনাস্হলে যাননি। সত্য নহে যে সাক্ষীদের পরীক্ষা করা হয় নাই। সত্য নহে যে, সঠিক ভাবে তদন্ত না করেই বাদীর কথামত মিথ্যা উক্তিতে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

উদ্ধারকৃত পাইপগান সত্যি সত্যিই একটা গান কিনা তিনি পরীক্ষা করে দেখেন নি। কোন তারিখে উক্ত পাইপগান কোর্টে পাঠানো হয়, চালান না দেখে বলতে পারবেন না, সি,ডিতে উক্ত মর্মে কোন কিছু লেখা নেই। সত্য নহে যে আজকে

আদালতে হাজিরকৃত অস্ত্র তিনি আদালতে কোন সময় পাঠাননি। সত্য নহে যে, এই মামলার কোন অস্ত্র উদ্ধার হয়নি।

সংক্ষিপ্ত আকারে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সারাংশ হইতেছে ১নং সাক্ষী সুনিলচন্দ্র ঠিকাদার,যিনি জব্দ তালিকার সাক্ষী জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত ৩০-৪-১৯৮৯ ইং তারিখে সকাল ৭-৩০ ঘটিকার সময় অর্জুনা বলর্ধনা গ্রামের পূজা মন্ডপের নিকটে একটা মুদি দোকানে গিয়াছিলেন। ঐ সময় দারোগা সাহেব তাহার সম্মুখেই উক্ত পূজা মন্ডপের দূর্গার প্রতিমার কাঠামোর নিচ হইতে একটা পাইপগান উদ্ধার করেন এবং সিজার তালিকা তৈরী করলে সেখানেই তিনি সিজার তালিকায় দস্তখত করেন। পূজা মন্ডপের আশেপাশে অনেকের বাড়ী ঘর আছে। ঐ সমস্ত লোকজনের কেউই এই মামলার সাক্ষী নেই। বর্তমান আসামীদের বাড়ী পূজা মন্ডপ হইতে অনেক দূরে। সিজকৃত পাইপগান উদ্ধারের সময় বর্তমান আসামীদের কেউই সেখানে ছিল না। পুলিশ আসার পরে ঘটনাস্হলে স্হানীয় প্রায় ৫০/৬০ জন লোক সেখানে আসিয়াছিল। আসামী স্বপন একজন গ্রাম্য ডাক্তার। সে বি,এস,সি পর্যন্ত লেখা পড়া করিয়াছে। ডাক্তার হিসাবে তাহার সুনাম আছে। স্হানীয় মল্লিক পরিবারের সঙ্গে আসামী স্বপনের জমি নিয়ে গোলমান আছে। মল্লিক পরিবার স্হানীয় এলাকায় খুব প্রভাবশালী। ২নং সাক্ষী কৃপাসিন্দু ঠিকাদার, তিনিও জব্দ তালিকার সাক্ষী তিনি বলেন যে, স্হানীয় পূজা মাঠের পশ্চিম পাশে মুদি দোকানদারী করেন। গত ৩০/০৪/৮৯ ইং তারিখে সকাল অনুমান ৭-৩০ ঘটিকার সময় তিনি তাহার দোকানে ব্যস্ত ছিলেন। ঐ সময় দারোগা সাহেব পূজা মন্ডপের ভিতরে তল্লাশী করিয়া একটা

পাইপগান উদ্ধার করেন, পরে সিজার তালিকা তৈরী হইলে সাক্ষী হিসাবে সেখানে দস্তখত করেন, সিজকৃত পাইপগান উদ্ধারের সময় বর্তমান আসামীদের কেউই সেখানে ছিল না। উক্ত পাইপগান উদ্ধারের সময় তিনি নিজেও সেখানে ছিলেন না। ঘটনাস্হল পূজামন্ডপ কারো ব্যক্তিগত নহে। ৩নং সাক্ষী মনিমোহন বাগচি তিনিও জব্দ তালিকার সাক্ষী বলেন যে, আসামী স্বপন এবং খোকন রায়ের বাড়ী পূজা মন্ডপ হইতে বেশ দুরে। পাইপগান উদ্ধারের সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। উক্ত পাইপগান কিভাবে উদ্ধার হয় পুলিশ বা উপস্হিত লোকজন তাহাকে বলেনি। আসামী স্বপন তাহাদের স্হানীয় ডাক্তার এবং তাহার সুনাম আছে। ৪নং সাক্ষী মোঃ আবু সাইদ বলেন যে, এজাহারে উক্ত জি,ডি,ই এর উল্লেখ নেই। তিনি ৩০/০৪/১৯৮৯ ইং তারিখ ভোর বেলা সাইকেলে রওয়ানা হন। সঙ্গে তিন জন সিপাহী ছিল নাম মনে নাই। যে কেসের তদন্তে গিয়েছিলেন ঐ কেসে স্বপন নামে কোন আসামী ছিল কিনা খেয়াল নাই। পূজা মন্ডপ কারো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিলেন না। আসামী স্বপনকে তার বাড়ী হইতে অনুমান ভোর রাত্রের দিকে আটক করেন। ২৬/০৪/১৯৮৯ তারিখে স্বপনকে আটক করেন এবং ০৩/০৫/১৯৮৯ তারিখে চালান দেন। সিজার তালিকা একটা কার্বন কপি। সিজার তালিকায় লেখা আছে যে, "সূত্রঃ- তেরখাদা থানার মামলা নং ৭ তারিখ ২৬/০৪/১৯৮৯ ধারা ৩২৬/৩০৭/৩৪ দঃ বিঃ"। ৫নং সাক্ষী মোঃ আবদুর রশিদ বলেন যে, পুজামন্ডপের সঙ্গে লাগা কোন বসত ঘর নেই। পূজামন্ডপের আশে পাশে ঘরবাড়ী আছে। উদ্ধারকৃত পাই গান সত্যি সত্যিই একটা গান কিনা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। কোন তারিখে উক্ত পাইপগান কোর্টে

পাঠানো হয় চালান না দেখিয়া বলিতে পারিবেন না। সিডিতে উক্ত মর্মে কোন কিছু লেখা নেই। সিজার তলিকার মধ্যে এই আদালতের সিল ছাড়া অন্য কোন আদালতে সিল বা কোন স্বাক্ষর নেই। তদন্তের সময় তিনি ভাল ভাবেই সিজার তালিকা দেখেছিলেন। ০২/০৫/১৯৮৯ ইং তারিখেই ১৫-০০ ঘটিকার সময় তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, পরে ও ৫/৬ বার ঘটনাস্থলে যান।

উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে,জব্দ তালিকার কোন সাক্ষীই কথিত পাইপগান নামক অস্ত্রটি উদ্ধার করিতে দেখেন নাই। এমনকি তদন্তকারী কর্মকর্তা তিনি নিজেও এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারেন নাই যে কথিত পাইপগানটি কোন অস্ত্র কিনা। অধিকন্তু কথিত পাইপগানটি কথিত ঘটনাস্থল হইতে উদ্ধার করার সময় কোন আসামী উদ্ধার স্থলে উপস্থিত ছিল না এই মর্মে সকল সাক্ষী পরস্পর সমর্থনমূলক সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। মামলার ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ইহা সুস্পষ্ট যে কথিত পাইপগান নামক কথিত অস্ত্রটি একটা অবাধ যাতায়াতের উন্মুক্ত স্থান তথা পূজা মন্ডপের মূর্তির চালির নীচ থেকে উদ্ধার করা হইয়াছে, যাহার কোন চাক্ষুস সাক্ষী পুলিশ ব্যক্তিত্ব ছাড়া নাই। তাহা ছাড়া অত্র মামলায় যে জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত তাহা তেরখাদা থানার মামলা নং-৭ তারিখ ২৬/০৪/১৯৮৯ ধারা ৩২৬/৩০৭/৩৪ দন্ডবিধি যে মামলায় আপীলকারী আসামীর নাম ছিল কিনা তাহা এজাহারকারী ৪নং সাক্ষী বলিতে পারেন নাই। সাক্ষ্য প্রমাণে ইহা সুস্পষ্ট যে কথিত উদ্ধারকৃত পাইপগান নামক অস্ত্রটি

অরক্ষিত উম্মুক্ত স্থানে সকলের অবাধ যাতায়াতের সুযোগ সম্বলিত হিন্দু ধর্মের অনুসারীর পবিত্র স্থান মন্দিরে দূর্গার প্রতিমার নিচে পাওয়া গিয়াছে।

এইরূপ একটি উম্মুক্ত স্থানে যেখানে সকলের যাতায়াতের অবাধ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, সেখানে আপীলকারী কথিত অস্ত্র বা পাইপগান নামক বস্তুটি ঘটনাস্থলে রাখিয়াছিলেন তাহার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে সুনিশ্চিত করিয়া মন্তব্য করা সঠিক হইবে না যে, আপীলকারীই এই কথিত পাইপগান নামক বস্তু/অস্ত্রটি ঘটনাস্থলে রাখিয়াছেন এবং সেখানে অন্য কাহারো প্রবেশাধিকার ছিলনা বিধায় তাহা তাহার একান্ত দখল ও নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেই জন্য আপীলকারীকে অবৈধ অস্ত্র দখলে রাখার জন্য দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা দেওয়া যাইতে পারে। সকলের অবাধ যাতায়াতের উন্মুক্ত স্থান হইতে আপীলকারীর দেখানো মতে তথাকথিত অস্ত্র উদ্ধার হইলেও আপীলকারী কর্তৃক অস্ত্র উক্ত উদ্ধার স্থলে রাখার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় উক্ত অস্ত্র আপীলকারীর একান্ত দখলে ছিল মর্মে আপীলকারীকে সাজা দেওয়া আইনসিদ্ধ হইবে না, যাহা উচ্চ আদালতের মীমাংসিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক রুঢ়তার আরো একধাপ অতিক্রম করিয়া ন্যায় বিচারের মান দন্ডকে বিতর্কিত করিয়া দন্ডিত আপীলকারীর অনুপস্থিতে কথিত পাইপগান নামক বস্তু/অস্ত্রটি যাহা তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষ্য অনুযায়ী সত্যি সত্যিই পাইপগান কিনা পরীক্ষা করা হয় নাই তাহা উদ্ধার হইয়াছে মর্মে দেখাইয়া যেখানে বিতর্কিত জব্দ নামার সাক্ষীরা কথিত উদ্ধার দেখেন নাই মর্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য মতে কেবলমাত্র এই

আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা প্রদান করিয়াছেন যাহা সত্যিই ট্রাইব্যুনালের অবিচারক সুলভ মনোভাবের বহিঃ প্রকাশ। এজাহারকারী পুলিশ কর্মকর্তা যেমন আপীলকারীকে তেরখাদা থানার মামলা নং-৭ তারিখ ২৬/০৪/১৯৮৯ ধারা, দন্ডবিধির ৩২৬/৩০৭/৩৪ এর জব্দ তালিকায় কথিত পাইপগান জব্দ দেখাইয়া আপীলকারীকে আসামী করিয়াছেন তেমনই ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক ও আপীলকারীকে অত্র মামলায় সাজা দিতে হইবে তাই সাজা দিয়া একই ভাবে ন্যায় বিচারের পরিপন্থী কাজ করিয়াছেন।

অস্ত্র আইনের দন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে মীমাংসিত সিদ্ধান্ত যে,সকলের অবাধ যাতায়েতের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত স্থান হইতে আসামীর দেখানো মতে কথিত অস্ত্রগুলি উদ্ধার হইলেও তাহা রাখার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকিলে বলা যাইবে না যে, কথিত অস্ত্র আসামীর একান্ত দখলে ও নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেই কারণে তাহাকে দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা দেওয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে ৫৯ ডি,এল,আর ৪৮৮ পৃষ্ঠায় আনিসুর রহমান বনাম রাষ্ট্র মামলার নজীর এখানে প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "As it is found from the evidence on record that the place from where the arms and ammunitions were recovered as per showing the appellant was absolutely an open place accessible to others.The appellant had no exclusive possession and control of the arms and cmmunition in question consciously with mens rea. His appeal is therefore allowed."

২১ ডি,এল,আর, ৬৮৪ পৃষ্ঠা, আরশাদুল্লাহ সঙ্গে নুরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র, ২৭ ডি,এল,আর, ২৫১ পৃষ্ঠা, পিয়ার বাক্স @ পিয়ারী গং বনাম রাষ্ট্র, ৪০ ডি,এল,আর, ৪৯৩ পৃষ্ঠা, আবদুল খালেক বনাম রাষ্ট্র, ৪৪ ডি,এল,আর, ১৫৯ পৃষ্ঠা, আবুল হাসান মাষ্টার বনাম রাষ্ট্র, ৪৭ ডি,এল,আর, ৪৫১ পৃষ্ঠা, ইফতেখার হাসান চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র, ৪৯ ডি,এল,আর ১৬৭ পৃষ্ঠা, তালেবুর রহমান @ তালেব গং বনাম রাষ্ট্র, ৫০ ডি,এল,আর ৩৫৬ পৃষ্ঠা, আবুল কাশেম বনাম রাষ্ট্র, ৫০ ডি,এল,আর ৫১৫ পৃষ্ঠা, নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরগুলিও উল্লেখযোগ্য যেখানে একই রূপ সিদ্ধান্ত হয় এবং ইহা উপরোক্ত নজির গুলির সিদ্ধান্তের আলোকে মীমাংসিত রীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, শুধু দেখানো মতে বা জানান মতে খোলা জায়গা হইতে, যেখানে সকলের যাতায়াতের অবাধ সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, সেখান হইতে অস্ত্র উদ্ধার হইলে যে অস্ত্র রাখার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য না থাকিলে উক্ত অস্ত্র আপীলকারীর একান্ত দখল ও নিয়ন্ত্রণে ছিল মর্মে দোষী সাব্যস্তক্রমে আসামীকে সাজা দেওয়া যায় না। যাহা নিম্ন আদালতের উপর সাংবিধানিক ভাবে প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বলা যায় যে, ট্রাইব্যুনাল সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণাদি, নথিতে সংরক্ষিত অন্য তথ্য-উপাত্ত, উপাদান-উপকরণ,পর্যালোচনাসহ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আপীলকারীকে সাজা প্রদান করিয়াছেন, যাহা আইনানুগ হয় নাই বিধায় ন্যায়

বিচারের স্বার্থে রক্ষণীয় নহে, সেহেতু তর্কিত দন্ডদেশ ও সাজার রায় রদ ও রহিত হওয়ার যোগ্য।

উপরোক্ত অভিমতের ভিত্তিতে আমরা একমত যে আপীলটি মঞ্জুর হওয়ার যথেষ্ট জোরাল ও যুক্তিযুক্ত হেতুবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতএব,

ফলাফল,

উপরোক্ত, আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে আপীলটি মঞ্জুর করা হইল। ৩নং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, খুলনা কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১১৫/১৯৯০, যাহার জি,আর, নং-২৭/১৯৮৯, তেরখাদা থানার মামলা নং-০১ তারিখ ০২/০৫/১৯৮৯, আসামী স্বপন কুমার বাগচীকে ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(এফ) এবং ১৯এ ধারাসহ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ২৬ ধারা অনুযায়ী দোষী সাবাস্তএক্রমে প্রদত্ত ১৪/০৫/১৯৯১ ইং তারিখের দন্ডাদেশও সাজার রায় রদ ও রহিত করা হইল। আপীলকারীকে অত্র মামলার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। তাহার জামিনের মুচলেকা প্রত্যাহার করা হইল।

অতিসত্ত্বর ট্রাইব্যুনালের নথি ফেরত পাঠানো হউক।

বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিম

আমি একমত।